ইস্যু নংঃ ০৮
১৫ মে ২০০৮
দামঃ ৬ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

হামলার আসল হোতা সাজিদ ইমতিয়াজকে গ্রেফতার কর

জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে ২৫ এপ্রিল শিশুটি এভাবে প্রতিবাদ জানায়

সাজেকে সেনা-সেটলার হামলায় ৮০টি বাড়ি ভস্মীভূত

রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নে ৪টি পাহাড়ি গ্রামে পরিকল্পিত হামলায় ৭৭টি বসতবাড়ি, ১টি গীর্জা ও ২টি ইউনিসেফ পরিচালিত গ্রাম কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গত ২০ এপ্রিল এ ঘটনা ঘটে। হামলায় নেতৃত্ব দেয় বাঘাইছড়ি জোন কমান্ডার লেঃ কর্নেল সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ, মেজর হাফিজ ও বাঘাইহাট বাজারের ব্যবসায়ী গোলাম মওলা। বাড়ি ঘরে আগুন দেয়ার আগে ব্যাপক লুটপাট চালানো হয়। আহত হয় তিন জন। আট জন বাঙালিও আহত হয় বলে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। হামলাকারী সেটলাররা তাদের নির্মিত কয়েকটি চার খুটি বিশিষ্ট খুপড়িও পুড়িয়ে ফেলে। এগুলো তারা গত জানুয়ারী থেকে পাহাড়িদের জমিতে সেনাবাহিনীর সহায়তায় নির্মাণ করেছিল।

ঘটনা ধামাচাপা দিতে বাঘাইহাট জোনের সেনা সদস্যরা ব্যাপক তৎপরতা চালায়। সাংবাদিক ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিদেরকে উক্ত এলাকা সফর করতে বাধা দেয়া হয় অথবা তাদের তত্ত্বাবধানে তাদেরই নির্ধারিত স্থানে কেবল যেতে দেয়া হয়। লোকজনের সাথে খোলামেলাভাবে কথা বলতে দেয়া হয়নি।

এ অবস্থায় সাজেক হামলার কয়েকজন ভুক্তভোগী সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে ঘটনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে ঢাকায় যান। গত ২৭ এপ্রিল ২০০৮ বিকেল সাড়ে তিনটায় তারা ঢাকার সেগুন বাগানস্থ রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিনয় চাকমা। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন জ্ঞানেন্দু চাকমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্লিনটন চাকমা, শান্তি বিকাশ চাকমা ও দ্বীন মোহন চাকমা।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

২০ এপ্রিলের ঘটানার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তারা বলেন: "আক্রমণের শিকার গ্রামগুলোতে বসবাসরত ৯০ শতাংশ পরিবার ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন লংগুদু, বরকল, দিঘীনালা থেকে সেনাবাহিনী ও সেটেলার হামলায় উচ্ছেদ হওয়া লোকজন। এখানে বেশ কয়েকটি বাঙালি পরিবারও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে স্বাভাবিক নিয়মে বসতি করে অবস্থান করছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরও উক্ত বাঙালিদের সাথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সোহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছিলাম। জায়গাজমি নিয়ে তাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ ছিল না।"

তিনি বলেন, "কিন্তু ৭ম পাতায় দেখুন

সর্বশেষ খবর

সেনারা পাহাড়িদেরকে দোকান থেকে ওষধপত্র কিনতে দিচ্ছে না। গত ১১ এপ্রিল গঙ্গারাম দোর গ্রামের লেইপেদা চাকমা (৬০) ও জ্ঞান রঞ্জন চাকমা (৬০) তাদের দোকানের জন্য করেঙাতলি বাজার থেকে মালপত্র নিয়ে আসলে সেগুলো বাঘাইহাটের ডাক্তার নাজিম উদ্দীন আটকিয়ে রাখে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হলে সে তাদের দু'জনকে জোন কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ করতে বলে।

অপর এক খবরে জানা গেছে, জোন কমান্ডারের নির্দেশে সেটলাররা ১০ এপ্রিল থেকে পাহাড়িদের পুড়ে যাওয়া বাড়ির খুঁটি তুলে ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করছে। কি কারণে এটা করা হচ্ছে জানা যায়নি। বেদখল নাকি সাক্ষ্য গোপন?

নিন্দা জানিয়ে প্রসিত খীসার বিবৃতি

শেষ পাতার পর

খাদ্যের সন্ধানে এলাকা ত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চিরতরে পাহাড়িদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে পুরো এলাকা দখলের লক্ষ্যে এভাবে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এভাবে উপর্যপুরি হামলার পেছনে রয়েছে ভূমি বেদখলের গভীর নীল নক্সা। ইতিপূর্বে মার্চ মাসে সাজেকে বহিরাগত সেটলাররা একটি ক্ষমতাশালী চক্রের প্রত্যক্ষ মদদে পাহাড়িদের জায়গা-জমি বেদখলপূর্বক বাড়িঘর নির্মাণ করে। সে সময় তারা একটি বৌদ্ধ বিহারও ভেঙ্গে দেয় এবং বিহারের জায়গা বেদখল করে। তখন থেকেই পাহাড়িদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়।

বিবৃতিতে তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, হামলকারীদের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, ভূমি বেদখল বন্ধ এবং অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা ও সেটলার প্রত্যাহারের দাবি জানান।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মিছিল

শেষ পাতার পর

সংস্কৃতির নয়া সেতু থেকে সজীব, প্রপদ থেকে শুভ্রা চক্রবর্তী, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলন থেকে শিপলু ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ফয়সাল আহমেদ বক্তব্য দেন।

বক্তারা সাজেক হামলার তীব্র নিন্দা জানান ও দোষীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তারা বলেন, পাহাড়িদের উৎখাত করে তাদের জমিজমা বেদখল করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য পরিকল্পিতভাবে উক্ত ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল বন্ধ ও বেদখলকৃত জমি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ফকরুদ্দীন আহমেদ এর নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। অংগ্য মারমা বলেন, "যতদিন পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি আইন মেনে নেয়া না হবে ততদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি আসবে না।" তিনি সাজেক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে পুনর্বাসনের দাবি জানান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের মানববন্ধন

শেষ পাতার পর

নেতৃত্বের দরকার আছে। ষাট-সত্তর দশকে গড়ে ওঠা মান্ধাতা আমলের নেতৃত্ব দিয়ে আর হবে না। এ নেতৃত্ব একেবারে পঁচে গেছে।"

তিনি জানান আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করায় ও এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য না দেয়ায় তিনি হতবাক হয়েছেন। তিনি মনে করেন সন্তু লারমা তার দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তার পদত্যাগ করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

তার সাথে সুর মিলিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্র প্রশ্ন করেন, "তাহলে কি গ্রেফতার এড়ানোর জন্য সন্তু বাবু ঢাকায় গিয়ে এক বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের সাথে গোপনে দেখা করে লিখিত অঙ্গীকার দিয়ে এসেছেন বলে যে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে তা সত্যি? তা না হলে, যে মানুষটি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে রক্ত দিতে ও আবার সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করতে হরহামেশা অঙ্গীকার করেন, সাজেকে এত বড় ঘটনার পরও তার পানির মতো নীরব থাকার কি কারণ থাকতে পারে?"

জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

শেষ পাতার পর

লন্ডনের বিরুদ্ধে যৌথভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটাই প্রথম বিক্ষোভ কর্মসূচী।

আইজেপিএন এর সভাপতি বুদ্ধ রতন ভিক্ষুসহ মোট ১৫ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছাড়াও আমেরিকায় প্রবাসী পাহাড়িরা এবং হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতা ও সদস্যবৃন্দ এতে যোগ দেন। তিব্বত থেকে ১ জন ও বার্মা থেকে ৩ জন বৌদ্ধ ভিক্ষুও বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

বিক্ষোভে শ্লোগানগুলো ছিল: পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা বন্ধ কর; ভূমি বেদখল বন্ধ কর; সামরিক নির্যাতন বন্ধ কর; সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কর; ধর্মীয় নির্যাতন বন্ধ কর; ঘরবাড়ি জ্বালাও পোড়াও বন্ধ কর ইত্যাদি।

পরে আইজেপিএন সভাপতি বুদ্ধ রতন ভিক্ষু ও হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি রতন বড়ুয়া জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল বানকি মুনের প্রতিনিধির কাছে দু'টি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল ধরনের সেনা নির্যাতনের ঘটনা তদন্তের জন্য জাতিসংঘের বিশেষ পর্যবেক্ষক প্রেরণ, পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার শিবির স্থাপনসহ ৯ দফা দাবি জানানো হয়।

"এ দুর্ঘটনার ফলে পাহাড়িরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে"

শেষ পাতার পর

ছিল না। তাছাড়া সেটলারদের দোষ হচ্ছে - সেটলাররা চাকমাদের জমি বেদখল করে বাড়ি নির্মাণ করতে যাবে কেন? চাকমারা দুর্বল জনগোষ্ঠি বলে কোন কিছু করতে পারছে না। সেটলারদের দোষের তুলনায় চাকমারা সেটলারদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে কোন কিছুই করছে না।"

উক্ত সেভ দ্যা চিলড্রেন এর কর্মকর্তা এক সময় জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তার বাড়ি দিঘীনালা।

ইমতিয়াজ এই কর্মকর্তার সামনে সাধু সাজতে চাইলেও তিনি ২০ এপ্রিল হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী। শুধু তাই নয়, তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে এই হামলায় অংশ নিয়েছেন এবং পাহাড়িদের প্রতিরোধের মুখে আহতও হয়েছেন। তিনি নিজেও বলেছেন ঘটনার সময় তিনি সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অথচ তা সত্ত্বেও তাকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি।

ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ৩ পাহাড়িকে গ্রেফতার

নিজের তৈরি করা খুপড়ি ঘরে আগুন দিয়ে ভিকটিম সাজা ও সরকারের কাছ থেকে মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ আদায় করা কিছু সংখ্যক সেটলারের জন্য এখন রীতিমত ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে তারা বিপুল অর্থ কামাই করছে। আর তাদের জঘন্য কাজে বলি হচ্ছে সাধারণ পাহাড়িরা।

গত ২৮ এপ্রিলের ঘটনা। এদিন রাত ৮টায় বাঘাইহাট জামে মসজিদ থেকে প্রথমে মাইক দিয়ে ঘোষণা করা হয় যে, বাজারে আগুন লেগেছে, সন্ত্রাসী এসেছে। এ সময় বাঘাইহাট জোন সদর দপ্তরে 'পাগলা ঘন্টা' বাজানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাঘাইহাট বাজারে আগে থেকে জড়ো হয়ে থাকা সেটলাররা চারদিক থেকে হৈ চৈ শুরু করে। ঠিক এ সময় বাঘাইহাট বাজারে মোঃ নাসিম নামে এক সেটলার তার খালি পড়ে থাকা এক বাড়িতে সে নিজেই আগুন ধরিয়ে দেয়। এর আগে সে তার বাড়ি পুড়ে না গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী পেয়ে আসছিল। নাসির তার নিজের পরিত্যক্ত বাড়িতে আগুন দেয়ার সময় বাড়িতে কোন লোকও ছিল না, জিনিসপত্রও ছিল না। বাড়িতে আগুন দেয়ার সাথে সাথে মেজর হাফিজের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাঘাইহাট বাজার এলাকা ঘিরে ফেলে। এক পর্যায়ে তারা বামে বাইবাছড়ার ভিতরের পাড়ায় নিজ বাড়ি থেকে তিন পাহাড়িকে 'নাসিরের বাড়িতে আগুন দেয়ার অপরাধে' গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন: সুনীল চাকমা (২৬) পীং লক্ষ্মী চন্দ্র চাকমা, রতন বিকাশ চাকমা (১৬) পীং গুণধর চাকমা ও সংগ্রাম চাকমা (২২) পীং অশোক কুমার চাকমা। প্রথম জন সুনীল চাকমা হলেন বাঘাইহাট বাজারে সাইন বোর্ড আর্টিষ্ট। রতন চাকমা নবম শ্রেণীর ছাত্র ও সংগ্রাম চাকমা বেসরকারী সংস্থা পদক্ষেপ পরিচালিত স্কুলের একজন শিক্ষক। সেনারা তাদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে আসে এবং তাদের ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায়।

২৯ এপ্রিল সেনা প্রধান মইন ইউ আহমেদ সাজেক সফরে গেলে এই তিন জনকে সন্ত্রাসী পরিচয় দিয়ে তার সামনে হাজির করা হয় এবং সেনা প্রধান তার বক্তৃতায় বলেন, "৩ জন সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে, আরো ধরা পড়বে।" তার এই কথায় এলাকায় পাহাড়িদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা এখন গ্রেফতারের ভয়ে দিন যাপন করছে। অপরদিকে, পাহাড়িদেরকে সেনা প্রধানের কাছাকাছি ঘেষতে দেয়া হয়নি, ফলে তারা ঘটনার প্রকৃত বিবরণ তুলে ধরার সুযোগ পায়নি।

নাসির কর্তৃক নিজের খালি ঘরে আগুন দেয়া ও এর জন্য তিন নিরীহ পাহাড়িকে দায়ি করে গ্রেফতার পুরোপুরি সাজানো নাটক। গোপন সূত্রে জানা যায়, ঘটনার আগে বিকেল চারটার দিকে বাঘাইহাট মসজিদে সেটলাররা এক গোপন মিটিংয়ে মিলিত হয়। এখানেই নাসিরের ঘর পোড়ানোর ষড়যন্ত্র করা হয় বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দলের সংবাদ সম্মেলন

শেষ পাতার পর

দেড় শতাধিক বাড়ি আগুনে পুড়ে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আমরা গত ২৮-২৯ এপ্রিল প্রকৃত ঘটনা প্রত্যক্ষ ও অনুসন্ধানের জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। ওই এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সংরক্ষিত বনাঞ্চল সাজেকের গহীন এবং দুর্গম ৮টি গ্রাম- নার্সারি পাড়া, ডানে ভাইবা ছড়া, পূর্ব পাড়া, বালুঘাট পাড়া, রেতকাবা, এমএসএফ পাড়া এবং গঙ্গারামমুখ গ্রামগুলোতে জুম্ম বাড়িগুলো যেভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সেভাবেই পড়ে আছে। ভয়ে অনেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ঘটেছে সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার এ ঘটনা। ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। খোলা আকাশের নীচে ক্ষতিগ্রস্তরা চরম অসহায়ভাবে দিন কাটাচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেছে তার বর্ণনা দিয়ে তারা বলেন, ২০ এপ্রিল রাত সাড়ে ৯টা থেকে ভোর রাত পর্যন্ত সাজেক ইউনিয়নের ৮টি গ্রামের বেশির ভাগ পাহাড়িদের ঘর আর অল্প কিছু সেটেলার বাঙ্গালির ঘর জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত ঠিক কত জনের বাড়ি পুড়েছে, তার সরকারি হিসাব তৈরি হয়নি। খবরের কাগজের রিপোর্টে এ সংখ্যা দেড়শ থেকে দু'শ বলে উল্লেখ করা হয়েছেঃ এর মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বেশিরভাগ পরিবারই চাকমা। ডানে ভাইবা ছড়া গ্রামের একজন চাকমা সদস্য (৩৫/৪০) জানান, রাত আনুমানিক পৌনে দশটার দিকে তিনি ভাত খাচ্ছিলেন, এমন সময় চিৎকার শুনতে পান। ভাত খাওয়া ছেড়ে তিনি বেরিয়ে আসেন, দেখেন অন্য একটি ঘরে আগুন এবং আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাকমাদের চিৎকার। তিনি বলেন, 'যারা আগুন দিছে তারা প্রথমে আমাদের ঘর থেকে বাইর কইললো, ভিতরে টিভি, খাট– যা কিছু ছিল, সব লুট কইললো, শেষে আগুন দিলো।' তিনি বলেন, 'যারা আগুন দিছে, ওরাই সব নি গ্যাছে।' আর্মি আছিল, লগে বাঙ্গাল আছিল।' তার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পুরো বাড়ি পুড়ে ছাই। ঘরের ভেতরকার কাঠের পিলার বেড়ার পোড়া অবশেষ স্তুপের মতোই রয়ে গেছে। বালুঘাট পাড়ার আরেকজন চাকমা সদস্য (৪৫/৫০) বলেন, 'চাইল, কাপড়, হান্ডি-পাতিল-বত্তন সব পোড়া গেছে। স্কুলের বই, জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট, এসএসসির সার্টিফিকেট সব, সব পোড়া গেছে।' একজন চাকমা নারী বলেন, 'শুনছি বাঙ্গাল পাড়ায় টিভি পাওয়া গ্যাছে। আর্মিগুলাই বলছে, টিভি দিয়া দিব।' প্রায় ৮০ বছরের কাছাকাছি একজন চাকমা বলেন, 'জীবনের এমন অশান্তি আর আসে নাই।' এই পরিবারে দুইজন শিক্ষার্থী আছে। একজন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, আরেকজন ৭ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। অন্য একজন বলেন, তিনগাড়িতে করে আসছিল হামলাকারীরা। প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার না করে কর্তপক্ষ তিনজন পাহাড়ি ছাত্রকে আটক করেছে বলে তাদের পরিবার সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কুঠির ভেঙ্গে বাঙ্গালিদের ঘর তোলার বর্ণনা দিয়ে তারা বলেন, গঙ্গারামমুখ গ্রামের উপাসনালয় বন কুঠির ভেঙ্গে দিয়ে বাঙ্গালিরা সেখানে ঘর তুলেছে। সেনা ক্যাম্পে অভিযোগ জানানোর পরও কোন প্রতিকার হয়নি বলে জানান এলাকাবাসী। আগুন লাগার পর ৩০/৩৫ পরিবার আশ্রয় নেয় বাঘাইহাট মৈত্রীপুর যোগী বনবিহারে। বিহারের ধর্মগুরু বলেন, 'বলতে লজ্জা হয় আমারও। আমার এলাকায় এরকম ঘটনা ঘটেছে।

পাহাড়িদের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত বাঙ্গালিদের কাছ থেকেও ওই দিনের আগুন লাগার ঘটনার বর্ণনা যা পাওয়া গেছে তা উল্লেখ করে তারা বলেন, এসব বাঙ্গালিরা ওখানে সেটেলার হিসেবে পরিচিত। মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ১০/১১ বছর আগে বাঘাইছড়িতে এসেছেন। থাকেন মুসলমান পাড়ায়। মাস দুয়েক আগে গঙ্গারামমুখ গ্রামে পাহাড়িদের কাছাকাছি ঘর তুলে আছেন। ঘটনার রাতে তিনি উজাও উজাও চিৎকার শুনতে পান। চারপাশে পাহাড়িদের চিৎকার শুনে ভয়ে ঘর ফেলে পালান। তিনি বলেন, 'উজাও উজাও চিৎকার আসছে শুনে তখন ভয়ে আর্মি ক্যাম্পে আশ্রয় নিছি।' ঘটনার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদকত মো. নাজিমউদ্দিন রাজু বলেন, 'ঘটনার সময়, রাত পৌনে দশটার দিকে আমি মেজর হাফিজের গাড়িতে ছিলাম। আমরা 'উজাও উজাও' শব্দ শুনতেছিলাম আর আগুন দিতে দেখছিলাম মুখে মুখোশ পরা কালো পোশাকধারী শ-দেড়শ লোকদের। এরা এখানকার স্থানীয় পাহাড়ি নয়, বহিরাগত।'

আগুন লাগার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, রাঙ্গামাটির এক প্রান্তে অবস্থিত দুর্গম সাজেক ইউনিয়ন মূলতঃ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এখানে বসতি স্থাপনের নিয়ম না থাকলেও যুগ যুগ ধরে পাহাড়িরা এখানে ঐতিহ্যগতভাবে বসবাস করে আসছেন। মাস দুয়েক ধরেই সেখানে উত্তেজনা চলছিল। এ উত্তেজনার কারণ পাহাড়িদের ঘরের কাছা-কাছি, মুখোমুখি বা পাশে বাঙ্গালিদের ঘর তোল নিয়ে। বাঘাইহাট থেকে গঙ্গারাম মুখ পর্যন্ত চার কিলোমিটার পথ জুড়েই দেখা গেছে এরকম দৃশ্য। পাহাড়ি বাড়ির মুখোমুখি বা পাশে নতুন বাঙ্গালি সেটেলারদের বাড়ি, যে বাড়িগুলোতে তারা রাতে থাকেন না। সেটেলারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মাস দুয়েক ধরে তারা এ এলাকায় বসতি স্থাপন শুরু করেছে। শুরু থেকেই পাহাড়িদের আদি ভূমিতে বাঙ্গালিদের বসতি স্থাপন মেনে নিতে পারেনি পাহাড়িরা। এ নিয়ে হৈ-চৈ, ঝগড়া-ঝাটি এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়েছে। প্রথমে বাঙ্গালিদের এই ঘর তোলা নিয়ে পাহাড়িরা প্রতিবাদ করতে থাকে। এ প্রতিবাদ থেকে ঘর তোলা বন্ধ হয় না, কিন্তু উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বর্ণনা দিয়ে তারা বলেন, আগুন ঢালাওভাবে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছড়িয়ে পড়ে নি, পৃথক পৃথকভাবে ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়েছে। ভাইবাছড়া গ্রামে দেখা গেছে, দুটি চাকমা ঘরের মাঝখানের ঘরটি সেটেলার বাঙ্গালি আব্দুল মালেক এবং শাশুড়ি আনোয়ারা বেগমের। ২০ তারিখের আগুনে দুই পাশের দুটি চাকমা ঘর পুড়লেও মাঝখানের ঘরটি পোড়ে নি।

কেবল গঙ্গারামমুখ ছাড়া সবখানেই দেখা গেছে, পাহাড়িদের ঘর পুড়ে গেছে পুরোপুরি, পাশের সেটেলারদের ঘর পোড়েনি। অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পনা করেই পাহাড়িদের বাড়িগুলোকে চিহ্নিত করে এরপর আগুন দেয়া হয়েছেঃ অন্ততঃ আগুন লাগানোর ম্যাপিং থেকে এরকম ধারণাই পাওয়া যায়। পাহাড়িদের ভয় দেখিয়ে উৎখাতের ব্যাপারে প্রায় সবার কাছ থেকে যে দুটো নাম পাওয়া গেছে, তাদের একজন আলী এবং আরেকজন বাবুল। গঙ্গারামমুখের একজন চাকমা জানান ১৯ এপ্রিল দুপুরে তার দোকানে এসে আলী সহ কয়েকজন হুমকি দিয়ে গিয়েছিল এই বলে যে সন্ধ্যার পরেও যদি তাকে দোকানে দেখা যায়, তবে সব পুড়িয়ে দেয়া হবে এবং সপরিবারে মেরে ফেলা হবে। ভয়ে তিনি সেদিনই তার স্ত্রী-সন্তানদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। পরদিন রাতে তার ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। একই গ্রামের একজন কারবারি বলেন, 'আমাদের ২/৩ জনকে একসঙ্গে কথা বলতে দেখলে তারা গিয়া আর্মি ক্যাম্পে জানিয়ে দেয়।' গঙ্গারামমুখ গ্রামের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পাহাড়ি বলেন, 'রাস্তা থেকে ২/৩ কিলোমিটার দূরে গিয়ে আমাদের বাড়ি করতে বলছে। রাস্তার পাশে নাকি কেবল সেটেলারদের ঘর থাকবে। এ নিয়ে কথা তুললে কোরবানীর গরুর মতো জবাই করবো বলে হুমকি দিয়েছে আলী আর তার লোকেরা।'

ত্রাণ ও অন্যান্য বিষয়ে তারা বলেন, সর্বশেষ ২৯ এপ্রিল সেনা প্রধানের ৫০০ টাকা ও খাবার (৫ কেজি চাল, ১কেজি ডাল ও দুই কেজি আলু) সহ সেখানে দিন দফা ত্রাণ দেয়া হয়েছে। এর আগের দু'বারও ৫০০ টাকা করে দেয়া হয়েছে, সেনা প্রশাসন ও সরকারি প্রশাসনের তরফ থেকে। সেনা প্রধানের সফর উপলক্ষে সেদিন আবার ঘর তোলার জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এ টাকা তাদের জন্য পর্যাপ্ত নয় বলে জানান ক্ষতিগ্রস্তরা। ২৯ এপ্রিল দেয়া ত্রাণ সেটেলার বাঙ্গালিরাই বেশি পেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গঙ্গারামমুখ গ্রামে অনুষ্ঠিত সেনা প্রধানের অনুষ্ঠানে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসা অনেক চাকমা সদস্যকে আমরা দেখেছি।

আর্মি চেকিংয়ের বর্ণনা এবং কারা আগুন লাগিয়েছে এই প্রশ্ন রেখে তারা বলেন, খাগড়াছড়ি দিয়ে রাঙ্গামাটির সীমান্তে অবস্থিত বাঘাইছড়ির বাঘাইহাট থেকে গঙ্গারাম মুখ পর্যন্ত পৌঁছাতে যেকোনো সাধারণ নাগরিকের মনে প্রশ্ন জাগবে, আমরা কি আমাদের দেশে আছি? কারণ ভয়াবহ রকমের আর্মি চেকিং। কড়া স্ক্রিনিং সেখানে। কে ঢুকছে আর কে বের হচ্ছে, তা লিখে রাখা হচ্ছে। পরিচয় দিতে হচ্ছে। গাড়ির নাম্বার টুকে রাখা হচ্ছে। আবার বের হবার সময় সেই গাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নাম্বার দেখা হচ্ছে। এরকম একটা সাংঘাতিক নজরদারির ভেতর, কী করে সেখানে আগুন লাগলো, আমাদের কাছে তা একটা আশ্চার্য প্রশ্ন। সংবাদ সম্মেলন থেকে তারা নিম্নোক্ত দাবিগুলো উত্থাপন করেনঃ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে। প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। সাজেক ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ, দ্রুত পুনর্বাসন এবং পুড়ে যাওয়া বসতভিটাতে পুনর্বহাল করতে হবে। সাজেকের ঘটনায় সেনাক্যাম্পে আটক পাহাড়িদের দ্রুত ছেড়ে দিতে হবে। সাজেকসহ তিন পার্বত্য এলাকায় বাঙালি বসতি স্থাপনের উদ্যোগ বন্ধ করতে হবে।

সম্পাদকীয়

অবিলম্বে সাজেক হামলার সাথে জড়িতদের শাস্তি দিন

আমরা সাজেকে ২০ এপ্রিলের অগ্নি হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। ঘটনার শিকার কয়েকজন গ্রামবাসী ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন এ হামলায় পাহাড়িদের কমপক্ষে ৭৭টি বাড়ি, একটি গীর্জা ও ২টি ইউনিসেফ পরিচালিত পাড়া কেন্দ্র পুড়ে ছাই হয়েছে। হামলাকারীরা ব্যাপক লুটপাট চালায় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। ঘটনার পর ঢাকা থেকে যে দু'টি তদন্ত টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে তাদের রিপোর্টেও এই সত্যতা পাওয়া গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগীরা ঘটনার জন্য সরাসরি বাঘাইহাট জোন কমান্ডার লেঃ কর্নেল সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ ও বাঘাইহাট বাজারের ব্যবসায়ী গোলাম মওলাকে দায়ি করেছেন। অপরদিকে, স্থানীয় সেনা জোন থেকে বলা হচ্ছে যে হামলাকারীরা সবাই বহিরাগত। তিনি এও বলেছেন যে হামলার সময় তিনি ঘটনাস্থলে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কে বা কারা ঘটনাটা ঘটিয়েছে।

হামলাকারীদের অনেকেই বহিরাগত, এটা ঠিক। কিন্তু জোন কমান্ডার এখানে তথ্য গোপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাদের পরিচয় এবং কারা তাদেরকে নিয়ে এসেছে তা তিনি আমাদের জানাচ্ছেন না। তিনি আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন বা চাকমা ভাষায় মরা হাতি কুলো দিয়ে ঢাকতে চাইছেন।

হামলার উদ্দেশ্য কি তাও স্পষ্ট। পাহাড়িদেরকে জমি থেকে জোরপূর্বক উৎখাত করে তাদের জমি বেদখল করাই হলো এই হামলার উদ্দেশ্য। এ পদ্ধতিতেই সেনা-সেটলাররা গণহত্যার পর লোগাং পোড়াভিটা দখল করে নিয়েছে। এভাবে হামলা চালিয়ে ফেনী ভেলী, লংগুদু, পানছড়ি ইত্যাদি বহু এলাকায় পাহাড়িদের উৎখাত করে তাদের জমি কেড়ে নেয়া হয়েছে ও বেদখলকৃত জমিগুলো সেটলারদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। সাজেককে সেটলার অধ্যুষিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা কুখ্যাত ওয়াদুদ ভূঁইয়ার আমলে গ্রহণ করা হলেও, এ বছর জানুয়ারী থেকে পাহাড়িদের জমি কেড়ে নিয়ে সেটলারদের জন্য বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। সেনাবাহিনী সরাসরি এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ভূমি মালিকদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হলে, সেনা ও সেটলাররা যৌথভাবে ৪টি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালায়।

আমরা অবিলম্বে ঘটনার জন্য দায়ি লেঃ কর্নেল সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ, মেজর হাফিজ, ব্যবসায়ী গোলাম মওলা ও তাদের দোসরদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করছি। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, নিরাপত্তা প্রদান ও ভূমি বেদখল বন্ধ করারও দাবি জানাচ্ছি।

সাজেক হামলা: ঘটনা ধামাচাপা দিতে সেনাদের অপতৎপরতা

গত ২০ এপ্রিল রাতে বাঘাইহাট জোনের সেনাসদস্যদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় একদল সেটলার রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি থানাধীন মিজোরাম সীমান্তবর্তী সাজেক ইউনিয়নের ৪টি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালিয়েছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মতে এ হামলায় পাহাড়িদের মোট ৭৭টি বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। ডানে বাইবাছড়া গ্রামের রতন বিকাশ চাকমা (২০) পীং কামিনী রঞ্জন চাকমা ও এগোজ্যাছড়ি গ্রামের অঙ্গদ চাকমা (২২) পীং সোনাধন চাকমাসহ অনেকে আহত হয়েছে।

ঘটনার পর সেনাবাহিনীর আইএসপিআর থেকে বিবৃতি দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে: "গত ২০ এপ্রিল আনুমানিক রাত সাড়ে দশটায় রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাট বাজারের নিকটে বাঘাইহাট-গঙ্গারাম সড়কের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত পাহাড়ী ও বাঙালী পাড়ায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।

সাজেকে তোলা সেটলারদের চার-খুঁটি বিশিষ্ট ঘর

জানা যায় যে, কতিপয় সন্ত্রাসী সুপরিকল্পিতভাবে উক্ত ঘটনা ঘটায়। সূত্রে আরও জানা যায় যে, সন্ত্রাসীদের মূল লক্ষ্য বাঙালী হলেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে উস্কানি প্রদানের নিমিত্তে তারা কিছু উপজাতীয়দের খালি ঘরবাড়িতেও আগুন দেয়। সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে বাঘাইহাট সেনা জোন এবং নিকটবর্তী নিরাপত্তা বাহিনীর সকল ক্যাম্প হতে টহল দল ঘটনাস্থলে গমন করে এবং ২১ এপ্রিল আনুমানিক ভোর তিনটায় স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।" (দৈনিক ইত্তেফাক)

সেনাবাহিনীর উক্ত বিবৃতি আগাগোড়া মিথ্যা। উক্ত হামলার সাথে নিজেদের সংশ্লিষ্টতা গোপন করার জন্যই যে এই অসত্য বিবৃতি দেয়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। "কতিপয় সন্ত্রাসী সুপরিকল্পিতভাবে" উক্ত ঘটনা ঘটিয়েছে বলে আইএসপিআর-এর দাবি সঠিক। কিন্তু কেন আইএসপিআর এই সন্ত্রাসীদের পরিচয় গোপন রাখছে? এ ধরনের ঘটনার দোষ এতকাল "পাহাড়ি সন্ত্রাসী", "উপজাতীয় সন্ত্রাসী", "চাকমা সন্ত্রাসী" ও "ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীর" গায়ে চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত সেনাবাহিনীর এভাবে হঠাৎ সন্ত্রাসীদের পরিচয় লুকোনোর মধ্যে নিগূঢ় রহস্য রয়েছে। এক চোর চুরি করার সময় লোকজন টের পেয়ে যায়। সবাই "চোর চোর" বলে চিৎকার দিয়ে চোরকে ধরতে গেলে চোরও চালাকি করে জনতার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সবার সাথে "ধর ধর" বলে চিৎকার দিতে থাকে। সাজেকে অগ্নিহামলার ঘটনার পর সেনাবাহিনীও ওই চোরটির মতো চালাকি দেখাচ্ছে।

আইএসপিআর-এর বিবৃতির মাধ্যমে যখন ঘটনা ধামাচাপ দেয়া সম্ভব হলো না, তখন চাপের মুখে সেনা প্রধান মইন ইউ আহমেদ গত ২৯ এপ্রিল সাজেক সফর করেন। এখানে একটা বিরাট প্রশ্ন হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় দেশে থাকা সত্ত্বেও কেন সেনা প্রধান সাজেক গেলেন? কেন দেবাশীষ রায়কে সেখানে পাঠানো হয় নি? এর ব্যাখ্যা কি? তিনি ঐ এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে তারই তো ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাওয়ার কথা। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা নিয়ন্ত্রণ যে কি মাত্রায় পৌঁছেছে এর মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেনা প্রধান ক্ষতিগ্রস্তদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে ঘটনার জন্য উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপালেন। পত্রিকার ভাষ্য মতে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী-বাঙ্গালী সমাজ সম্প্রীতির মাঝে বসবাস করছে এবং ভবিষ্যতেও বসবাস করবে। এ সম্প্রীতির মাঝে একটি কুচক্রী গোষ্ঠী শান্তি বিনষ্ট করছে। তাদের খুঁজে বের করতে হবে।" (ইত্তেফাক এপ্রিল ৩০)। তিনি আরো বলেন, "some of the crime prone people incite clashes between peaceful Bengalee settlers and the people of indigenous communities, and later they clap their hands sittiing in Dhaka." (Daily Star, April 30) ডেইলী স্টারের রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে: "The government decided to introduce mobile phone network in the region to improve public communication and a judge court will be set up to ensure justice in CHT, but if the situation there remains unstable then how those plans will be implemented, the army chief questioned"

এই কুচক্রী মহল কারা, যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ভঙ্গ করছে? কেন মঈন আহমেদ তাদের নাম বলেন নি? তিনি না বললেও সবাই জানে এরা কারা, কি তাদের পরিচয়। এই কুচক্রী মহলকে বাঁচানোর জন্য সেনাবাহিনীর তৎপরতা প্রথম থেকেই বেশ লক্ষণীয়। কোন সাংবাদিক ও তদন্ত দল যাতে ঐ এলাকা সফর করে প্রকৃত ঘটনা জানতে না পারে সে ব্যাপারে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। ২৬ এপ্রিল কয়েক জন সাংবাদিক যেমন পার্থ, হরি কিশোর চাকমা, সাধন, সুপ্রিয় চাকমা, আযম মজুমদার ও বিশ্বজিৎ চৌধুরীকে সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে দেয়া হয়নি। ২৭ এপ্রিল ঢাকা থেকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি, কবি, সাংবাদিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের একটি প্রতিনিধি দলকেও বাঘাইহাট জোনে আটকানো হয় । তাদেরকে আর্মি গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে যেতে বাধ্য করা হয় ও কেবল গঙ্গারাম মুখ স্থানে সেনা সদস্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় দু'একজনের সাথে কথা বলতে দেয়া হয়। তাদেরকে ভিডিও **৫ম পাতায় দেখুন**

ঘটনা ধামাচাপা দিতে সেনাদের অপতৎপরতা

৪র্থ পাতার পর

ক্যামেরা নিয়ে যেতে দেয়া হয়নি। উক্ত টিমকে ঘটনাস্থলে মাত্র ১০ মিনিট অবস্থান করার সুযোগ দেয়া হয়। যে ব্যাপক পাহাড়ি এলাকায় অগ্নিসংযোগ করা হয় সেখানে তাদেরকে যেতে দেয়া হয়নি।

সেনা প্রধান তার বক্তব্যে প্রশ্ন করে বলেছেন "পরিস্থিতি যদি এভাবে অস্থিতিশীল হয়" তাহলে মোবাইল নেটওয়ার্ক দেয়া ও জজ কোর্ট চালু করা কিভাবে সম্ভব হবে? এর থেকে না বোঝার কোন উপায় নেই যে হামলার মূল হোতাদের এক ঢিলে দুই পাখি নয়, অনেক পাখি মারার পরিকল্পনা ছিল। এরা যা চায় তা হলো দুনিয়া থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন ও আড়াল করে চুপিসারে পাহাড়ি জনগণকে গলা টিপে শেষ করে দেয়া। মোবাইল নেটওয়ার্ক না দেয়ার এই হলো তাদের উদ্দেশ্য। আর জজ কোর্ট চালু না করার কারণ হলো যাতে তাদের কৃত অপকর্মের প্রতিকার কেউ না পায়। এরা আজ পর্যন্ত কত নিরীহ গ্রামবাসীকে ধরে হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী বানিয়ে জেলে ঢুকিয়েছে তার কি কোন হিসেব আছে? এরা যেন এক একটা যাদুকর। হঠাৎ যে কাউকে এরা যাদু মন্ত্র বলে সন্ত্রাসী বানাতে পারে!

আর একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত শাসকদের খেলা খুবই চমৎকার। এরা জানে যে জমি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে। সেজন্য এরা এই অসন্তোষকে প্রশমিত করার জন্য বিশেষ বিশেষ সময়ে ও পরিস্থিতিতে দাওয়ায় দিয়ে থাকে। যেমন ২০০৫ সালের ৭ জুন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়িতে কয়েক হাজার লোকের উপস্থিতিতে ভূমি বেদখল বিরোধী সমাবেশ করে। সমাবেশের একদিন আগে সরকার ভূমি কমিশনের লোক দেখানো মিটিঙ করে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে। অথচ উক্ত সমাবেশের আগে বছরের পর বছর এই কমিশনের কোন কার্যক্রম ছিল না, এমনকি একটা মিটিঙও হয়নি। অপরদিকে, ভূমি কমিশনের উক্ত মিটিঙেও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি, পরবর্তীতেও আর কোন মিটিঙ হয়নি। সত্যিকার অর্থে কমিশন আবার দীর্ঘ ঘুমে নেতিয়ে পড়ে। কিন্তু সাজেক হামলার পর হঠাৎ আবার ভূমি কমিশনের নাম শোনা গেল। ঘটনার ২ দিন পর শাসকগোষ্ঠির লোকজন বিডি নিউজ টুয়েন্টি ফোর ডট কমের এক ভাড়া করা সাংবাদিক দিয়ে রিপোর্ট করান : "The caretaker government has taken it upon itself to reactivate the Chittagong Hill Tracts Land Commission, after a long seven-year lull, Raja Devasish Roy told bdnews24.com Monday."

এগুলো পাহাড়ি জনগণের দুর্দশা নিয়ে শাসক গোষ্ঠি ও তাদের ভাড়াটে সাংবাদিকদের নিষ্ঠুর রঙ্গ তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। এর উদ্দেশ্য হলো জনগণের দুর্দমনীয় অসন্তোষ যাতে গণ বিস্ফোরণের রূপ নিতে না পারে তা দেখা। গত ১১ বছরে ভূমি কমিশন এক রতি পরিমাণ কাজ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। সরকারের ফরমায়েশ পেয়ে করা উক্ত রিপোর্টগুলো হলো ছেলে ভোলানো গল্প। গোপাল ভাঁড় যেমন তিনটি লম্বা বাঁশ দিয়ে চুলা বানিয়ে নীচে সামান্য জাল দিয়ে ভাত রাঁধছিলেন এবং রাজাকে বলছিলেন ভাত সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে, শাসক গোষ্ঠিও ভূমি কমিশনকে দিয়ে তাই করছে। লক্ষ কোটি বছরেও যেমন গোপাল ভাঁড়ের ভাত সেদ্ধ হবার নয়, শাসক গোষ্ঠি যেভাবে ভূমি কমিশনকে দিয়ে খেলায় মেতেছে তাতে হাজার বছরেও ভূমি সমস্যার নিষ্পত্তি হবে না। এতে করে বরং একদিন পাহাড়ি জনগণই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এক কথায়, সাজেকের অগ্নি হামলা উগ্রজাতীয়তাবাদী উগ্রসাম্প্রদায়িক ও আগ্রাসী সেনা কমান্ডারদের ষড়যন্ত্রেরই ফল। এই ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত ও এর জন্য মুখ্যত দায়ি বাঘাইহাট জোনের কমান্ডার লেঃ কর্ণেল সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ (২০তম বেঙ্গল), আরপি হাবিলদার হারুন ও বাঘাইহাটের ব্যবসায়ী গোলাম মওলা। ভূমি বেদখল ও সেটলার পুনর্বাসনই হলো এই হামলার মূল উদ্দেশ্য। অতীতেও একই উদ্দেশ্যে বহুবার পাহাড়িদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। লোগাং গণহত্যার সময় কয়েক শত বাড়িঘরে আগুন দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে লোগাঙের সেই পোড়া ভিটা সেটলাররা জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। এমনকি চুক্তির পরও রামগড়ে পাহাড়িদের বসতিতে আগুন দেয়া হয়েছে, মহালছড়িতে ১০টি পাহাড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে ও মা বোনের ইজ্জত হরণ করা হয়েছে। মাইসছড়িতেও ২০০৬ সালের ৩ এপ্রিল বেশ কয়েকটি পাহাড়ি গ্রাম পুড়িয়ে দেয়া হয়।

সাজেকের ২০ এপ্রিলের ঘটনার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে পেছনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা থাকা দরকার। বর্তমানে দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামী খাগড়াছড়ির প্রাক্তন সাংসদ ও সন্ত্রাসীদের গডফাদার ওয়াদুদ ভূঁইয়া বিগত জোট সরকারের আমলে সাজেক এলাকায় সেটলার পুনর্বাসনের ঘোষণা দেয়। সেটলার পুনর্বাসনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ সময় ১৯২৭ সালের বন আইন ও বাংলাদেশ বন আইন ২০০০ (সংশোধিত) লঙ্ঘন করে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন বাঘাইহাট-সাজেক সড়ক নির্মাণ করে। কিন্তু জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ওয়াদুদ ভূঁইয়ার উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ জোরদার করতে সক্ষম হয়নি। অতঃপর বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এলে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী ওয়াদুদ ভূঁইয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। দিঘীনালা, মহালছড়ি, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, নান্যাচরসহ বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়িদের শত শত একর জমি জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে সেটলারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। সাজেকে এ বছর জানুয়ারী থেকে ভূমি বেদখল ও সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন শুরু করা হলে পাহাড়িদের মধ্যে উচ্ছেদ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লেঃ কঃ ইমতিয়াজ দিঘীনালার মেরুং, কবাখালি ও মারিশ্যার লংগুদু সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে (সমতল থেকেও হতে পারে) সেটলার নিয়ে আসেন এবং তাদেরকে পাহাড়ি জমি বেদখল পূর্বক ঘর নির্মাণ করতে বাধ্য করেন। সমস্যার উৎপত্তি হলো এখানেই। আর ২০ এপ্রিল কি ঘটেছে এবং ঘটনার জন্য কারা দায়ি তা ভুক্তভোগীরা সংবাদ সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন।

গত ২৫ এপ্রিল ২০০৮ দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবাসী পাহাড়িরা সাজেকে সেনা - সেটলার হামলার প্রতিবাদে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক কোরিয়া এই সংবাদ সম্মেলনের উদ্যোক্তা। কোরিয়ার মানবাধিকার সংগঠন রিফিউজি পিএনএএন-ও এতে সংহতি জানিয়ে অংশগ্রহণ করে।

সাজেক ঘুরে এসে পরিদর্শক দলের সংবাদ সম্মেলন

শেষ পাতার পর

কান্নায় ভেঙে বিলাপ করতে করতে ২০ এপ্রিলের অগ্নিকাণ্ডের জন্য বাঙালি সেটলারদের দায়ী করেন। এসময়ে মেজর কবীর দ্রুত কথা পাল্টে আমাদের আর বুদ্ধি রঞ্জন চাকমার সাথে কথা বলার সুযোগ দেন না। ভয়ে ভয়ে কাছে আসা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আক্রান্ত এক পাহাড়ি ফিস ফিস করে বলেন, তাদের কিছু বলতে দেয়া হয় না। ঘটনাস্থলে একজন সেটলারকেও দেখতে না পাওয়ায় তার কাছ থেকেই জানতে পারি সেটলারদের সেনা তত্ত্বাবধানে স্থানীয় বাজারে রাখা হয়েছে আর আক্রান্ত পাহাড়িরা স্থানীয় বৌদ্ধ বিহার-এ (এটি গঙ্গারামমুক দোর ক্যাম্প থেকে আনুমানিক পাঁচ'শ গজ এর ভিতরে অবস্থিত) এবং আশেপাশের জঙ্গলে, আত্মীয়দের বাসায় আশ্রয় নিয়েছে। আরো জানতে পারি ২০০৭ এর ১১ জানুয়ারী জরুরি অবস্থা জারির পর থেকে পাহাড়িদের ভূমি বেদখল করে তাদের উঠোনেই বাঙালিদের ঘর তোলানো হচ্ছে। পরে অন্যান্য এলাকা পরিদর্শনে এই কথার সত্যতা পাই। যে এলাকায় সেনাবাহন থেকে আমাদের নামানো হয়েছিলো তার ২০০ গজের বাইরে আমাদের যেতে দেয়া হয়নি। এরপর সেনা প্রহরাতেই আমরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হই।"

২০ তারিখের ঘটনার বিবরণ সম্পর্কে তিনি এক পাহাড়িকে উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন: "নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পাহাড়ি জানান:

গত জানুয়ারীতে আমার বাড়ি দখল করে নেয় সেটলাররা, স্থানীয় বাঙালি নেতা গোলাম মওলার নেতৃত্বে। আমাদের কাউন্সিলের অফিসে মিটিং হলে আমরা কথা বলার সুযোগ পাইনা, রাজা (দেবাশিষ রায়) আসলে ক্যাম্প থেকে হুমকি দেয়া হয় কোন কথা না বলার। ২০ অগাস্ট রাতে অনেক গরম ছিলো। আমি বাড়ির বাইরে বসা। হঠাৎ কয়েকজন বাঙালি 'নারায়েক তাকবির আল্লাহু আকবর' বলে চিৎকার করতে থাকে। আমি আমার বাড়ি থেকে কিছু দূরে আগুন দেখতে পাই। পাহাড়িরা চিৎকার করতে থাকে 'উজো উজো' (অগ্রসর হও)। এসময় আর্মি গাড়ি দেখতে পাই। আমার বাড়িসহ আশেপাশের বাড়ি পুড়তে শুরু করে ততোক্ষণে। একদিকে আমাদের বাড়ি পুড়ছে আরেকদিকে সেটলাররা লুটপাট চালাচ্ছে।"

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল সম্পর্কে তিনি বলেন, বাঙালি কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি দখল, নতুন করে সেটলারদের বসানোর বিষয়গুলোর সত্যতা মেলে যখন পরবর্তী দুই দিনে আমরা পরিস্থিতি বুঝতে কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে বাঘাইছড়ির মারিশ্যা, দুই টিলা, দীঘিনালার কবাখালি, সাধনা টিলা, চংড়াছড়িসহ আশেপাশের জনপদ, বাজার, জঙ্গল, বাগান ও টিলা পরিদর্শন করি। সব জায়গার চিত্রই এইরকম: ১১ জানুয়ারী ২০০৭ এ জরুরি অবস্থা জারির পর সেনা তত্ত্বাবধানে বাঙালি কর্তৃক পাহাড়িদের জমি বেদখলের প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়েছে। আমরা যেসব এলাকা পরিদর্শন করেছি সেখানে যা দেখেছি–

১. বাঙালিদের বাড়িগুলো চার খুঁটির বেড়া দেয়া। দুইটিলা এলাকাতে শ'য়ে শ'য়ে এ ধরনের ঘর তোলা হয়েছে যারা কিনা স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস পর্যন্ত করে না বলে তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে।

২. পাহাড়িদের ভূমি যখন বেদখল হচ্ছে তখন আমাদের পরিদর্শক দলের কাছে একেক বাঙালির দুই জায়গায় বাড়ির সন্ধান মিলেছে। দীঘিনালা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে লিচুবাগান এলাকায় গেলে রাস্তার দুপাশে বাঙালি ছাড়া কিছু নজরে আসে না। রাস্তার দুপাশে তিনটি মাদ্রাসা, একাধিক মসজিদ, বাঙালিদের দোকান। সেখানে সেটলাররা আমাদের বলেন, ৫ একর জমির ৪ একর ৭০ শতাংশ জমি লিচুবাগানে আর বাকি ৩০ শতাংশ বেতছড়িতে পেয়েছেন। ফলে দুই জায়গাতেই তাদের বাড়ি আছে। এ এলাকায় গত দুই মাসে যে ১৬টি নতুন ঘর উঠেছে সকলেরই দুটি বাড়ির সন্ধান মেলে।

চংড়াছড়িতে গিয়েও একই চিত্র দেখা যায়। প্রত্যেকেরই ঘরে কয়েকটা বাসন এবং কোন আসবাব না দেখতে পেয়ে কারণ জানতে চাইলে তারা নিজেরাই বলেন, তাদের ৫ একর জমির ৩০ শতাংশ এখানে, বাকি ৪ একর ৭০ শতাংশ দূরে গহীন পাহাড়। সেটলারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে তাঁদেরকে প্রশাসন বলেছে যে পাহাড়ের এইসব জমি পাহাড়িদের নয়, সরকারের। আর তাই বাঙালিদের অধিকার কোন অংশেই কম না। এবং প্রতি রাতে এলাকায় সেনাটহল থাকে।"

তিনি বলেন, "এলাকায় অবস্থানকালেই ২৯ এপ্রিল ২০০৮ আমরা জানতে পাই আবারো সাজেকে আগুন লাগানো হয়েছে। ২৮ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১০টায় এক সেটলারের বাড়িতে আগুন লাগে। সেসময় এলাকায় সেনা টহল চলছিলো। খবর পেয়ে কয়েকজন পাহাড়ি ঘটনাস্থালে গেলে ৪ জনকে সেনারা তুলে নিয়ে যায়। আটককৃতরা হলেন, রবীন্দ্র চাকমা (২২), পিতা: শশীমোহন চাকমা; সুশীল চাকমা (২৬), পিতা: লক্ষীচন্দ্র চাকমা; রত্নবিকাশ চাকমা (২২), পিতা: গুণবীর চাকমা; সংগ্রাম চাকমা (২২), পিতা: অশোক কুমার চাকমা। পরের দিন জাতীয় দৈনিকে তিনজনের গ্রেফতারের খবর আসে। কিন্তু কোন তিনজন বা কোনজন বাদ গেলেন এসব প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ায় আমরা উদ্বিগ্ন।

সংবাদ সম্মেলনে তারা চারটি দাবি উত্থাপন করেন। দাবিগুলো হলো ১. অতি দ্রুত সাজেক এর ঘটনার সুষ্ঠু উন্মুক্ত বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে ৬ দিনের ভিতর প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। ২. সঠিক তথ্য জানার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা গণমাধ্যম এর জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। ৩. বিগত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম যেসকল গণহত্যা, ধর্ষণ, নিপীড়ন সংঘটিত হয়েছে অবিলম্বে তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। ৪. পাহাড়িদের ভূমি বেদখল, নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।

নিরুপা চাকমা হামলাকারীদের কয়েকজনকে চিনেছে

পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা নিরুপা চাকমা (২২) স্বামী সুনীল চাকমা জানান তিনি হামলাকারীদের কয়েকজনকে চিনতে পেরেছেন। এরা হল মামুন্য পীং সুলতান আহমেদ, ৬ নং পোস্ট, বাঘাইহাট; জসিম পীং সোলেমান, নার্সারী পাড়া, বাঘাইহাট; তার ভাই আলম; এবং কসাই শাহ আলম। এরা নিরুপা চাকমার বাড়িতে আগুন দেয়।

নিরুপা চাকমা জানায়, মামুন্য, জসিম, আলম ও কসাই শাহ আলম সহ ১৪/১৫ জন সেটলার সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে এসে তার বাড়িসহ পাহাড়িদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দেয়ার আগে সেটলাররা তার বাড়ি থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র যেমন টিভি একটি, সিডি সেট একটি, সোফা এক সেট, খাট ২টি, হাড়ি পাতিল ও কাপড় চোপড় নিয়ে যায়। তার বাড়ি থেকে এই লুণ্ঠিত সম্পত্তির মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা।

লুট করে নেয়া জিনিসপত্রের মধ্যে টিভিটা নার্সারী পাড়ার বাসিন্দা সেটলার ইউসুফ আলী বাবুল ২৮ এপ্রিল নিরুপাকে ফেরত দেয়। আশ্চর্য্য ব্যাপার হচ্ছে এই ইউসুফ আলী বাবুল কিংবা অন্য কোন হামলাকারীকে এখনো গ্রেফতার করা হয়নি। অন্যদিকে নিরীহ সুনীল, রতন ও সংগ্রামকে বিনা দোষে গ্রেফতার করা হচ্ছে। একটি অপরাধ ধামাচাপা দিতে সেনাবাহিনী ও সেটলাররা আরো বহু অপরাধের জন্ম দিচ্ছে, যার মাশুল তাদেরকে একদিন দিতেই হবে।

কতিপয় সেটলারের ঘর পোড়া ব্যবসা

২০ এপ্রিল এমএসএফ হাসপাতালের পাশে সেটলার আবুল হোসেন পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন দেয়ার পর তার নিজের বাড়িতেও আগুন দেয়। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে গুরিবি চাকমা (২০) স্বামী পুনং চান চাকমা ও তার মা। এ সময় তারা সেখানে উপস্থিত ছিল।

২২ এপ্রিল দুপুরে সীমানা ছড়ার মৈত্রীপুর বনানী বনবিহারের পাশে এক সেটলার (নতুন আসা) তার নতুন নির্মিত খুপড়ি ঘরে আগুন দেয়। এর পর সে বাঘাইহাট বাজারে গিয়ে প্রচার করে যে, সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতে আগুন দিয়েছে। পরে জানা যায়, গোলাম মওলাই নাকি ঐ সেটলারকে তার নিজের খুপড়িতে আগুন দিতে বলেছিল। আগুন দেয়ার ঘটনা যারা দেখেছে তারা হলো পূর্বপাড়া বালুঘাটের রমেল চাকমা (২৯) পীং যোগেন্দ্র চাকাম ও মোঃ আলম (৩২) পীং তুক্যা মাঝি এবং বাঘাইহাট ৬ নং পোস্টের ভান্ডারী (৪২) পীং অজ্ঞাত। এ ব্যাপারে জোন কমান্ডারের কাছে অভিযোগ করা হলেও উক্ত সেটলারকে গ্রেফতার কিংবা কোন রূপ শাস্তি দেয়া হয়নি।

২৩ এপ্রিল মিইনি দুঅর থেকে আসা জনৈক সেটলার ডানে বাইবাছড়ায় তার সদ্য নির্মিত খুপড়ি ঘরে নিজেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। ঘটনাটি ঘটে দুপুর আনুমানিক ১২টায়। এ সময় আরপি ওয়ারেন্ট অফিসার হারুন এই বাড়ি পুড়ে যাওয়ার পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। উক্ত সেটলারকে কোন বাধা দেয়নি। আগুন নেভানোর জন্য নিজেও উদ্যোগ নেয়নি, অন্য কাউকেও ডাকেনি।

সাজেকে সেনা-সেটলার হামলায় ৮০টি বাড়ি ভস্মীভূত

১ম পাতার পর

গত জানুয়ারী মাস থেকে এই চিত্র পাল্টাতে শুরু করে। প্রথমে বাঘাইহাট জোনের ওয়ারেন্ট অফিসার হারুন আমাদের এলাকায় আর্মি পোস্ট নির্মাণ করা হবে বলে জানায়। কিন্তু আর্মি পোস্টের বদলে তারা বাঙালিদের বসিয়ে দেয়ার জন্য আমাদের জায়গা জমিতে ও বাগান বাগিচায় ছোট ছোট খুপড়ি ঘর বানাতে থাকে। এমনকি আমাদের বাড়ির পাশে এবং বৌদ্ধ মন্দিরের জায়গা বেদখল করে সেটেলাররা আর্মিদের সহায়তার ঘর বানায়। আমরা বাধা দিলে ভয়ভীতি দেখানো হয় ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ঢোকানো এমনকি ক্রসফায়ারে মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়।"

যেভাবে ঘটনা ঘটে

২০ এপ্রিলের হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে তিনি পূর্বপরিকল্পিত আখ্যায়িত করে বলেন:

"ঘটনার আগে দিঘীনালার মেরুং ও কবাখালি এবং রাঙ্গামাটি জেলার মারিশ্যা ও লংগুদু থেকে সেটেলার এনে জড়ো করা হয়। ১৯ এপ্রিল তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলনের বাঘাইছড়ি শাখার সভাপতি সেলিম উদ্দীন বাহারী বাঘাইহাট এসে লেঃ কর্ণেল ইমতিয়াজের সাথে দেখা করেন। তারা এ সময় ২০ তারিখের হামলা সম্পর্কে পরিকল্পনা করেন বলে ধারণা করা হয়। বাঘাইহাটের অনেক সহৃদয় বাঙালি হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে পাহাড়িদেরকে আগাম তথ্য দিয়ে সতর্ক করে দেন। যখন দেশ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিয়োজিত বলে দাবিদার সেনাবাহিনী সেটেলারদের পক্ষে ও আমাদেরকে জায়গা জমি থেকে উচ্ছেদ করতে তৎপর, যখন এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে আমরা প্রতিকার ও নিরাপত্তা চাইতে পারি, তখন এমন এক নিদারুণ অসহায় সময়ে আমরা নিজেদের রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করি এবং গ্রামে গ্রামে পাহারা দিতে থাকি।

"রাত পৌনে দশটার দিকে আনুমানিক ২০০ জন সেটেলার সংঘবদ্ধ হয়ে প্রথমে পাহাড়িদের ডেনো বা ডানে বাইবাছড়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। তারা গ্রামে পাহাড়িদেরকে সংঘবদ্ধভাবে দেখতে পেয়ে ফিরে যায়। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদেরকে পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালাতে আবার চাপ দেয় এবং আক্রমণের সময় সাহায্যকারী বাহিনী হিসেবে সেটেলারদের পেছনে অবস্থান নেয়। এভাবেই সেটেলাররা সেনাবাহিনীর সহায়তায় দ্বিতীয়বার ডানে বাইবাছড়ায় চিৎকার দিতে দিতে হামলা চালায়। তারা প্রথমে নির্মল কান্তি চাকমার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপর জ্বালিয়ে দেয় নীহার কান্তি চাকমার বাড়ি। এরপর একে একে পূর্ব পাড়া, রেতকাবা পাড়া ও গঙ্গারামে গিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গীর্জা এবং ইউনিসেফ এর পাড়া কেন্দ্রও বাদ যায়নি। এছাড়া ইউএনডিপি'র আর্থিক সাহায্যে রেতকাবায় ২০০৬ সালের প্রকল্পের আওতায় গড়ে তোলা মিশ্র ফলের বাগানটিও আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় হামলাকারীরা। এতে লিচু, আনারস, কলা ও কাঁঠাল চারা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। এরপর সেটেলাররা বাগানে বাঘাইহাট জিপ শ্রমিক সমিতির সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়।

"আগুন দেয়ার আগে চালানো হয় ব্যাপক লুটপাট। বাড়ির আসবাবপত্র, হাঁড়ি পাতিলসহ বহনযোগ্য যা কিছু পেয়েছে সবই হামলাকারীরা নিয়ে যায়। এমনকি পূর্ব পাড়া থেকে ইউএনডিপির দেয়া গরুগুলোও বাদ যায়নি। অবশ্য ঘটনার পর হামলাকারীরা গরুগুলো ফেরত দিতে বাধ্য হয়।

"আমরা হামলাকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালাই। কিন্তু যখন দেখতে পাই যে, তাদের সাথে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা রয়েছে তখন ভয়ে সরে যেতে বাধ্য হই। "যাই হোক, সেটেলারদের বেআইনীভাবে তৈরি করা যে খালি খুপড়ি ঘরগুলো পুড়ে গেছে সেগুলোর প্রতিটির নির্মাণ খরচ ৩/৪ 'শ টাকার বেশী হবে না এবং পুড়ে যাওয়ার সময় সেসব খুপড়িগুলোতে একটা কাঁথা পর্যন্ত ছিল না।

সাজেক হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন

"বাঘাইহাট বাজারে সেটেলাররা আত্মসমর্পনকারী দুই জেএসএস সদস্য মানস চাকমা ও বিমল চাকমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করার চেষ্টা চালায়। পুরোনবস্তী বাঙালি রোকন উদ্দীনের কড়া হস্তক্ষেপে মানস চাকমা রক্ষা পান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সেটেলাররা বাইবাছড়ায় এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা দামে শান্তি মেম্বারের কাছ থেকে কেনা রোকন উদ্দীনের একটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এছাড়া তারা বিমল চাকমার বসতবাড়িটিও জ্বালিয়ে দেয়।

"হামলাকারীরা যখন প্রথম নির্মল কান্তি চাকমার বাড়িতে আগুন লাগায় তখন তাদের কয়েকজনকে চেনা গেছে। এরা হলো আবু বক্কর, নুর আলম ও বাঘাইহাট জিপ সমিতির লাইন ম্যান জহুর আলী।"

ক্ষয়ক্ষতি

ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে তিনি বলেন: "পাহাড়িদের ৪টি গ্রামের মোট ৭৭টি ঘর পুড়ে যায়। এর মধ্যে পূর্ব পাড়ার ৩৩টি বাড়ির ২৮টি, গঙ্গারাম মুখ গ্রামের ৪৭টি বাড়ির মধ্যে ১১টি, রেতকাবা মুখ পাড়ার ৯৪টি বাড়ির মধ্যে ৫টি ও ডানে বাইবাছড়ার ১০০টি বাড়ির মধ্যে ৩৩টি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এছাড়া রেতকাবা মুখ পাড়ায় ১টি গীর্জা এবং ডানে বাইবাছড়ায় ইউনিসেফ-এর ২টি পাড়া কেন্দ্রও পুড়িয়ে দেয়া হয়। সব মিলিয়ে আনুমানিক দেড় কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। আহত হন তিন জন। তারা হলেন নিউটন চাকমা ওরফে কালাবো, বিজয় সিং চাকমা ও রতন বিকাশ চাকমা। অপরদিকে, সেটেলোরদের বেআইনীভাবে নির্মিত যে খুপড়ি ঘরগুলো পুড়ে যায় তার সংখ্যা ১৫টির বেশী নয়।"

ত্রাণ

বিনয় চাকমা অভিযোগ করে বলেন: "ঘটনার পর আজ পর্যন্ত যে ত্রাণ দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত অপ্রতুল। জেলা পরিষদ থেকে পরিবার প্রতি ৫০০ টাকা করে ২৬টি পাহাড়ি পরিবারকে সাহায্য দেয়া হয়েছে। জোন কমান্ডারের হাতে জেলা পরিষদ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ এক লক্ষ টাকা দেয়া হয়। রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি পরিবারকে দেন মাত্র ২০ হাজার টাকা। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ নেই। লেঃ কর্ণেল ইমতিয়াজ প্রথম আলোর সাংবাদিককে বলেন যে তিনি প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা পাহাড়িরা প্রতি পরিবার কেবল ১ হাজার টাকা করে পেয়েছি। আমাদের প্রশ্ন বাকি টাকা কোথায় গেলো?"

তিনি বলেন ঘটনার পর পাহাড়িদের জমিগুলো বেদখল করার জন্য সেনবাহিনীর সদস্যরা সেটেলারদের ওপর চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

কারা দায়ি?

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগীরা হামলা ও অগ্নিসংযোগের জন্য সরাসরি বাঘাইহাট জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ ও বাঘাইহাট বাজারের ব্যবসায়ী গোলাম মওলাকে দায়ি করেন।

দাবি

সবশেষে তারা ৫ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো: ১। ক্ষতিগ্রস্ত সকল পাহাড়ি পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও তাদেরকে তাদের স্ব স্ব জমিতে পুনর্বাসন করতে হবে। ২। হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রধান পরিকল্পনাকারী ও মদদদাতা বাঘাইহাট জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল মাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ ও ব্যবসায়ী গোলাম মওলাসহ ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেফতার পূর্বক তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের হামলার ঘটনা না ঘটে তার বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। ৩। চরম সাম্প্রদায়িক ও পাহাড়ি বিদ্বেষী বাঘাইহাট জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ কর্তৃক পাহাড়ি গ্রামবাসীদের হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদান এবং অত্যাচার নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। ৪। বাঘাইহাটে পাহাড়িদের জমিজমা বেদখল ও সেটেলার পুনর্বাসন বন্ধ করতে হবে। যে সব সেটেলারদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে নিতে হবে। ৫। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গীর্জা

সাজেক হামলার নিন্দা জানিয়ে প্রসিত খীসার বিবৃতি

গতকাল রোববার রাতে রাঙ্গামাটির সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল সাজেক ইউনিয়নে বহিরাগত সন্ত্রাসী কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ি বসতিতে হামলা, অগ্নিসংযোগ, নিরীহ লোকজনকে মারধর ও নারীদের লাঞ্ছিত করার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)'এর সভাপতি প্রসিত খীসা আজ সোমবার ২১ এপ্রিল সংবাদ মাধ্যমে এক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে প্রসিত খীসা সাজেকে অগ্নিসংযোগ ও হামলার ঘটনাকে মরার ওপর খাড়ার ঘা আখ্যায়িত করে বলেন, এমনিতে ইঁদুর বন্যার কারণে এলাকায় তীব্র খাদ্যাভাব বিরাজ করছে। স্থানীয়দের অনেকে ২য় পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মিছিল

সাজেকে সেটলার হামলার প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ২১, ২২ ও ২৪ এপ্রিল পর পর তিন বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। ২১ তারিখের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিলটি বিকেল ৫টায় ডাস চত্বর থেকে শুরু হয়ে আর্টস বিল্ডিং প্রদক্ষিণ করে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সামনে এক সমাবেশ আয়োজন করা হয়। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অংগ্য মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুমেন চাকমা ও জ্ঞান দত্ত চাকমা।

এছাড়া, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ সংহতি বক্তব্য রাখেন। ২য় পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের মানববন্ধন

সাজেকে সেনা-সেটলার হামলার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানব বন্ধন করেছে। গত ২৪ এপ্রিল চট্টগ্রামস্থ অধ্যয়নরত পাহাড়ি ছাত্র সমাজের ব্যানারে ইউনিভার্সিটি রেল গেটে এ কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে ২৫০ জন পাহাড়ি ছাত্র ছাত্রী অংশ নেন। উসেতু মারমা সাজেকে সংঘটিত বর্বর হামলার নিন্দা জানিয়ে বক্তব্য দেন।

মানব বন্ধনে অংশ নেয়া এক ছাত্রী জানান, জেএসএস (সন্তু গ্রুপ) সমর্থিত কতিপয় ছাত্রের নেতিবাচক ভূমিকার কারণে মানব বন্ধন কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করতে হয়। তিনি বলেন "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত হওয়ার সময় এসেছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চল সাজেকে এত বড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আর নীরব থাকা যায় না। আমাদের জাতির ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আন্দোলনের নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ২য় পাতায় দেখুন

সাজেক ঘুরে এসে পরিদর্শক দলের সংবাদ সম্মেলন

গত ২৭ এপ্রিল বিপ্লবী ঐক্য ফ্রন্টের আহ্বায়ক মোশরেফা মিশু ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মানস চৌধুরীর নেতৃত্বে ঢাকা থেকে রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মি, সাংবাদিক, তরুণ কবি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি সাজেকে সংঘটিত সেনা সেটলার হামলার স্থল পরিদর্শন করে। পরিদর্শক দলকে বাঘাইহাট জোনে আটকানো হয় এবং তাদের কড়া নজরদারীতে ও উপস্থিতিতে ১০ মিনিটের জন্য ঘটনাস্থলের একাংশ পরিদর্শন করতে দেয়া হয়। তাদেরকে কোন সেটলার বাঙালির সাথে কথা বলতে দেয়া হয়নি। তারা যে দু'একজন ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ির সাক্ষাত পান তাদের সাথেও তারা খোলামেলাভাবে আলাপ করতে সক্ষম হননি।

সংবাদ সম্মেলনে সাজেক ঘটনা তদন্ত দলের সদস্যবৃন্দ

পরিদর্শক দলটি ঘটনাস্থল থেকে ফিরে এসে ২ মে ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সেগুন বাগানস্থ রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠন করেন মানস চৌধুরী। এতে সভাপতিত্ব করেন মোশরেফা মিশু।

লিখিত বক্তব্যে মানস চৌধুরী বলেন, "মেজর কবীর, মেজর হাফিজসহ সামনে পিছনে দুই পিকআপ ভর্তি ১২ সেনা সদস্যের উপস্থিতিতেই আমরা এলাকায় যাই। বাঘাইহাট বাজার এলাকা ছেড়ে ভিতরে ঢুকতে রাস্তার দুধারে ছাড়া ছাড়াভাবে পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি দেখি। জনমানবশূন্য, যেনো শশ্মান ঘাট। উপস্থিত সেনা ও পরিদর্শক দলের সামনেই বুদ্ধি রঞ্জন চাকমা এসে পরিদর্শক টিম লিডার মোশরেফা মিশুকে জড়িয়ে ৬ পাতায় দেখুন

সাজেক ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দলের সংবাদ সম্মেলন

গত ২০ এপ্রিল ২০০৮ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি সাজেক ইউনিয়নের পাহাড়ি গ্রামে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এরপর ২৮ এপ্রিল'০৮ ঢাকা থেকে নাগরিক সমাজের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনের যায়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন লেখক সাংবাদিক সৈয়দ আবুল মকসুদ, মুক্তিযোদ্ধা তারেক আলী, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য, আইনজীবী সারা হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, সাংবাদিক শামীমা বিনতে রহমান, ব্লাস্ট রাঙামাটির আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের আবু আহমেদ ফয়জুল কবির ও অনির্বান সাহা। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সহকারী অধ্যাপক রাজীব মীর ও শিক্ষার্থী ক্যঅসিং মারমা রাঙ্গামাটিতে প্রতিনিধি দলে যোগ দেন। ২৮-২৯ এপ্রিল'০৮ নাগরিক সমাজের এই প্রতিনিধি দলটি সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসে গত ৫ মে '০৮ ঢাকায় রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। উক্ত সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, গত ২০ এপ্রিল ২০০৮ রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নে ৮টি গ্রামের ৩য় পাতায় দেখুন

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

ইন্ডিজিনাস জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক ইউএসএ (আইজেপিএন) ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাখা গত ২৫ এপ্রিল ২০০৮ আমেরিকায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখলসহ মানবাধিকার ২য় পাতায় দেখুন

"এ দুর্ঘটনার ফলে পাহাড়িরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে"

- সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর এক স্থানীয় কর্মকর্তা সাজেকে অগ্নি হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ বিষয়ে আলাপ করতে বাঘাইহাট জোন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজের সাথে তার দপ্তরে সাক্ষাত করেন। এ সময় সেনা কমান্ডার ইমতিয়াজ তার সাথে খোলামেলাভাবে কথা বলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "এই দুর্ঘটনার ফলে পাহাড়িরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ সেটলারদের ২০টি পোড়া বাড়ির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ চাকমাদের ১টি বাড়ির সমান হবে না। সেটলারদের একটা বাড়ি নির্মাণে ৪/৫ শ টাকার বেশী খরচ হয়নি। তাছাড়া সেটলারদের বাড়ি পুড়ে যাবার সময় কোন সেটলার বাড়িতে ছিল না এবং বাড়িতে একটা কাঁথা পর্যন্ত ২য় পাতায় দেখুন